হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আমার আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ॥ ২৯ মাঘ ১৪২২ ॥ ২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ২য় বর্ষ ১০ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাত বা নামাজের হিসাব হবে

হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) মদিনায় হিজরত করার পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই নামাজ ফরজ হইয়াছিল। ৬নং হাদিসে উল্লেখ হইয়াছে, মক্কাবাসী আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক প্রশ্নের উত্তরে এই উক্তি করিয়াছেন যে, (এই নবী) আমাদিগকে নামাজ, সত্যবাদিতা ও সংযমশীলতার আদেশ করিয়া থাকেন। (বোখারী শরীফ পৃঃ ১৭৭)

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাত বা নামাজের হিসাব হবে, যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। (তিরমিজি ২৭৮)

সূরা মুদ্দাছ্ছির, ৪০-৪৫নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন–

'ইয়াতাসা-য়ালূন। আনিল মুজ্বরিমীনা। মা-সালাকাকুম্ ফী সাক্বার। ক্বা-লূ লাম নাকু মিনাল মুছোয়াল্লীন। অলাম নাকু নুত্ব-ইমূল মিসকীন্। অকুন্না-নাখূদ্ব মা'আল খ-য়িদ্বীন'।

অর্থঃ পাপীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কেন জাহান্নামে যাইতেছ? তারা বলবে, আমরা নামাজি ছিলাম না। মিসকিনদেরকে আহার করাইতাম না। দোষ তালাশীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। যার কারণে আজ আমরা জাহান্নামে যাচ্ছি। (সূরা মুদ্দাছ্ছির আয়াত নং ৪০-৪৫) অ-মা খালাক্ব তুল জ্বিন্না অল ইনসা ইল্লা লিইয়া বুদূন। (সূরা জারিয়াত, আয়াত ৫৬)

অর্থঃ আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। ক্বাদ আফলাহাল মু'মিনূন। আল্লাযীনা হুম ফী ছলা-তিহিম্ খা-শি'উন।

অর্থঃ মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভয়-ভীতির সাথে দন্ডায়মান হয়। (সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-২)

সূরা মা'আ-রিজ আয়াত ৩৪-৩৫

'ওয়াল্লাযীনা হুম আলা-স্বালা-তিহিম ইউহা-

ফিজুন উলা-ইকা ফী ২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

প্রার্থনাই শক্তি ধ্যানই মুক্তি

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

'ওয়া আন আবি হুরায়রা রাঃ ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহা তায়ালা ক্বালা ওয়ামা তাক্বাররাবা ইলাই-ইয়া আবদ্বী বিশাই ইন আহাব্বু ইলাই-ইয়া মিম্মাফ তারারত্তু আলাহি, ওয়ালা ইয়াযালু আবদ্বী ইয়াতাকাররাবু ইলাই-ইয়া বিন নাওয়াফিলি হাত্তা আহাবাবতুহু ফা ইযা আহাবাবতুহু ফাকুনতু সাম আহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাছারা হুল্লাযী উবছিররুবিহি ইয়াদাহুল্লাতী ইউবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহু হুল্লাতি ইয়ামশী বিহা।

অর্থঃ প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– 'আমার বান্দা ফরজ আদায়ের মধ্য দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে। ফরজ আদায়ের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে তারা আমার ভালোবাসা লাভ করে। আমি যখন কাউকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। যখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায় বা দাবী করে কখনো কখনো আমি তাকে তা-ই দিই। (হাদিসে কুদসী, রাওয়াহু বুখারী ও মুসলিম)

যদি কেউ আল্লাহতায়ালার কুদরতী শক্তি অর্জন করতে চান, আল্লাহকে লাভ করতে চান, পেতে চান, দেখতে চান, মিরাজ ও দর্শন করতে চান তাহলে প্রত্যেক নর-নারীকে অবশ্যই প্রার্থনা, রিয়াজত ও সাধনা করতে হবে।

Prayer, in the ritual sense, is an obligation of the faith, to be performed five times a day by adult Muslims. According to Islamic law, prayers have a variety of obligations and conditions of observance. However, beyond the level of practice, ২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বইটি পাওয়া যাচ্ছে কুতুববাগ দরবার শরীফের লাইব্রেরী ও একুশে গ্রন্থমেলার বিভিন্ন স্টলে

মানব দেহের ভিতরে দশটি লতিফা বা মোকাম সে মোকাম চেনার উপায়

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

মানব দেহের ভিতরে দশটি লতিফা বা মোকাম আছে এ সমস্ত লতিফা বা মোকাম চেনার উপায়। ইমামে রাব্বানী কাইউমে জামানী গাউছে ছামদানী হযরত শায়েখ আহম্মদ শেরহিন্দী মোজাদ্দিদ আলফেসানি (রঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষের দেহে দশটি লতিফা আছে কলব, রুহ, ছের, খফি, আখফা, নফছ আব (পানি), আতশ (অগ্নি), খাক (মৃত্তিকা) ও বাদ (বাতাস)। প্রথম পাঁচটি আলমে আমরের (সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য জগতের) লতিফা। শেষের পাঁচটি আলমে খালকের (স্থুল বা দৃশ্য জগতের) লতিফা। আলমে আমর উক্ত জগতকে বলা হয় যাহা আল্লাহতায়ালার হুকুমমাত্রই সৃষ্টি হইয়াছিল। আলমে খালক উক্ত জগতকে বলা হয় যাহা আল্লাহতায়ালার হুকুমে ক্রমান্বয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আলমে-আমর আরশের উপরিস্থিত অদৃশ্য জগত, আলমে খালক আরশের নিম্নস্থিত দৃশ্য জগত।

১। কলব লতিফা- হযরত আদম (আঃ)-এর জেরে কদম। এই লতিফার রঙ জরদ বা সরিষা ফুলের ন্যায়।

২। রুহ লতিফা- হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর জেরে কদম , রঙ স্বর্ণ বা টর্চলাইটের আলোর ন্যায় দেখতে।

৩। ছের লতিফা- হযরত মূসা (আঃ)-এর জেরে কদম, রঙ সাদা বর্ণ।

৪। খফি লতিফা- হযরত ঈসা (আঃ)-এর জেরে কদম , রঙ কাল বর্ণ।

৫। আখ্ফা লতিফা- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহি আলাইহিস সাল্লামের জেরে কদম, রঙ সবুজ বর্ণ অর্থ্যাৎ গাছের পাতার ন্যায় দেখা যায়।

৬। নফস লতিফা- কোন ২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে কুতুববাগী বাবার মত মহা সাধককে অনুসরণ দরকার

সাবেক রাষ্ট্রপতি আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা সফল করার পর আশেক-জাকের কর্মীভাইদের ছুটির অনুষ্ঠানে ৩ ফেব্রুয়ারি দরবার শরীফের পীর কেবলাজানের মহব্বতের মুরিদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কর্মী ভাইদের উদ্দেশ্যে তাঁর উপস্থিত বক্তৃতায় বলেন–

আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। জরুরী কাজে দূরে থাকার কারণে আমি ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার আখেরী মোনাজাতে আসতে পারি নাই, সে জন্য আমার দুঃখও কম নয়। বাবাহুজুরের কাছে বারবার আসি, বাবা সুন্দর মনের মানুষ। আমি বহু দেশ-বিদেশে গিয়েছি কুতুববাগী বাবার মতো এতো সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে আর দেখি নাই। অনেক পীরের কাছে গিয়েছি এত সুন্দর কথা আর কারো কাছে শুনি নাই। আমি বলব বাংলাদেশে এত শিক্ষিত-জ্ঞানী পীর-অলি আর নাই। তাঁর প্রতিটি ভক্তিমিশ্রিত কথা হৃদয়ে-অন্তরে ভিতরে প্রবেশ করে, মানুষকে পাগল করে দেয়, ২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের পাশে বসে বক্তৃতা করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা সফল করার পর আশেক-জাকের কর্মীভাইদের ছুটির অনুষ্ঠানে

প্রার্থনাই শক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

there are spiritual conditions and aspects of prayer which represent its essence.
In the Holy Quran, Allah says: I created the jinn and humankind only that they might worship Me.Thus, prayer first and foremost, is the response to this Divine directive to worship the Creator.
Prayer only way to peace and refreshment for humankind. Will have the gain spiritual power. be carried of Allah prophet Mohammad (sm.) and saint. Known to himself and try to understand who is creator. All Kind secret conversation with Allah. Praying is the freedom place for humankind. This called prayer.

এক ঘন্টা আল্লাহতায়ালাকে চিন্তা করা একশ বছরের ইবাদত হতে উত্তম। আল্লাহতায়ালা কোরআন মাজিদে বারবার চিন্তা বা ধ্যান মোরাকাবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। চিন্তা বা ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে লাভ করা। কাজেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় সুদীর্ঘ ১৫ বছর ধ্যান করেছেন পরিপূর্ণ ইসলামের পথে পথে ধ্যান বা মোরাকাবাই প্রধান মুক্তির পথ। ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর চৈতন্যময় অস্তিত্বের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে আপন অস্তিত্বকে খুঁজে পায়। তরিকতের ভাষায় চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে।

(ক) ফানা ফির নফস বা অযুদ
(খ) ফানা ফিশ শায়েখ
(গ) ফানা ফির রাসুল
(ঘ) ফানা ফিল্লাহ

ফানা ফির নফস বা অযুদ হচ্ছে নফসে আম্মারাহ, কু-প্রবৃত্তি, কু-মন্ত্রনা, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ধ্বংস করার নামই হচ্ছে ফানা ফির নফস বা অযুদ। দুনিয়াবী সকল কিছু বাদ দিয়ে ঐশী গুণাগুণ অর্জন করাই এ স্তরের কাজ। নফসে আম্মারাহ হতে আসা কু-স্বভাবগুলো যেমন লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, হিংসা ও নিন্দা ইত্যাদি দূর করে নিজেকে পবিত্র করতে হবে। নিজের মাঝে যে আমিত্ব বা তুমিত্ব থাকে তা থেকে নিজেকে পৃথক করতে হবে। ফানা ফিশ শায়েখ- ফানা ফির নফস বা অযুদ Complete হওয়ার পর ফানা ফিশ শায়েখ স্তর শুরু হয়। ফানা ফিশ শায়েখ স্তরে পৌঁছতে হলে একজন কামেল মুর্শিদের প্রয়োজন, যাকে আরবীতে শায়েখ বলে। কামেল পীর-মুর্শিদের নিকট বাইয়াত ও মুরিদ হওয়া ছাড়া কারো কোন কালেই ফানা ফিশ শায়েখ হাসিল হবে না। ফানা ফির রাসুল- ফানা ফির রাসুল বলতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে বিলিন হওয়াকে বুঝায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোহাব্বত অন্তরে অনুধাবন করাই ফানা ফির রাসুল। ফানা ফির রাসুল স্তর সাধক ধ্যানের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর দর্শন করে এবং নিজেকে নূরে মোহাম্মদীর মধ্যে বিলিন করে দেয়। ফানা ফিল্লাহ- ফানা ফিল্লাহ অর্থ আল্লাহতে বিলিন হয়ে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দেওয়া। যেমনিভাবে এক ফোটা পানিতে মিশে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, তেমনিভাবে সাধক আল্লাহর মাঝে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। কামার লোহা দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করে কিন্তু লোহা আর আগুন এক নয়, যখন লোহাকে আগুনের মধ্যে রাখা হয় তখন আগুনের তাপে লোহাটি আগুনে পরিণত হয়। অর্থাৎ আগুনের গুণাগুণ লোহার মধ্যে চলে আসে। আগুন যখন কোন কিছুকে পোড়ায় সেই লোহা খন্ডটি দিয়ে পোড়াইবার কাজ করানো যায়, তেমনিভাবে সাধক যখন আল্লাহর মোরাকাবা-মোশাহেদা করতে করতে এক সময় ধ্যানে ডুবে যায়, তখন মাবুদের গুণাবলি ওই সাধকের মধ্যে চলে আসে, কিন্তু জাহেরী লোকজন তা বুঝতে পারে না। সামান্য আগুন যদি লোহাকে পুড়িয়ে আগুনে পরিণত করতে পারে, তাহলে আল্লাহর এশকের আগুন কি সাধককে আল্লাহময় করতে পারে না? অবশ্যই পারে।

হে সম্মানিত পাঠকগণ! আপনারা মনযোগের সাথে দিনরাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কিছু সময় আল্লাহতায়ালাকে চিন্তা বা ধ্যান-মোরাকাবা করুন। আমার এই নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার শিক্ষার ভিতরে অন্যতম শিক্ষা ধ্যান-মোরাকাবা। শিক্ষার ভিতরে অন্যতম শিক্ষা ধ্যান-মোরাকাবা।

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জ্বান্না-তিম মুক্‌রামুন।' অর্থ: আর যারা তাদের নিজেদের নামাজ যত্নের সহিত হেফাজত করে অর্থ্যাৎ যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ আদায় করে তারা-ই জান্নাতে অতি সম্মান-ইজ্জতের সাথে বাস করবে। (সূরা মা'আ-রিজ আয়াত ৩৪-৩৫)

'ফাওয়াইলুল্লিল মুছোয়াল্লিন। আল্লাযীনাহুম্ আন ছলাতিহিম্ সা-হুন।' অর্থ: আফসোসের বিষয় সেই নামাজিদের জন্য, যারা তাদের সালাতে অমনযোগী উদাসিন থাকে। (সূরা মাউন, আয়াত ৪-৫)

অল্লাযীনা হুম্ আলা-ছালাওয়া তিহিম্ ইয়ুহা-ফিজূন। উলা-ইকা হুমুল ওয়া রিছুন। আল্লাযীনা ইয়ারিছুনাল্ ফিরদাউসা হুম ফীহা খা-লিদূন।' অর্থ: আর যারা তাদের নামাজে যত্নবান, তারা-ই জান্নাতের ওয়ারিশ, যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত ৯,১০,১১)

ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা তাক্ব রাব্বছলাতা অ-আনতুম সুকারা হাত্তা তা'লামূ মা-তাক্বুলূনা অলা-জ্বুনুবান ইল্লা আবিরি সাবীলিন্ হাত্তা তাগ্‌তাসিলূ; অইন কুন্‌তুম্ মারদোয়া আও-আলা সাফারিন আও জ্বা-য়া আহাদুম মিন্‌কুম মিনাল্ গা-য়িত্বি আও লা মাস্‌তুমুন নিসা-য়া ফালাম তাজ্বিদূ মা-য়ান ফাতাইয়া ম্মামু ছোয়াদ্দান তোয়াইয়্যিবান ফাম্‌সহই বিউজু হিকুম অ-আইদীকুম ইন্নাল লাহা কানা আফুওয়্যান গাফুরা।' (সূরা নিসা, আয়াত ৪৩)

অর্থ: হে মুমিনরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার আর নাপাক অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে মুনাফিক হলে অন্য কথা। আর যদি তোমরা রুগী হও, সফরে থাক বা কেউ শৌচাগার হতে আস বা স্ত্রীসহবাস কর, আর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর আর মাসেহ কর চেহারা ও তা নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল গুনাহ মার্জনাকারী। সবকিছুর মূল হল ইসলাম, আর ইসলামের খুঁটি সালাত। (তিরমিজি শরীফ)। তোমরা অটুট ও অবিচল থাক, গণনা করো না, আর মনে রাখবে তোমাদের সর্বোত্তম আমল হল সালাত, একজন মুমিন অবশ্যই সর্বদা অজুর সাথে থাকতে চেষ্টা করবে। (ইবনে মাজাহ, পৃ: ২৭৩)

সালাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপকরণ। হযরত সাওবান (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহি আলাইহিস সাল্লামকে, এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহিস সাল্লাম উত্তরে বললেন, তোমরা বেশি করে আল্লাহর জন্য সেজদা/ সালাত আদায় করতে থাক, তোমার প্রতিটি সেজদার কারণে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাফ করবেন। (মুসলিম শরীফ, পৃ: ৭৩৫)

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সেজদারত থাকে। সুতরাং তোমরা সেজদার অবস্থায় বেশি বেশি প্রার্থনা কর। (মুসলিম শরীফ, পৃ: ৭৪৪)

সালাত পাপ মোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। রাসুল সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমা হইতে আর এক জুমা মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (মুসলিম শরীফ, পৃ: ৩৪৪)

'মান তারাকাস্ সালাত মুতায়াম্মিদাম ফাক্বাদ কাফারা।'
অর্থ: যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ছেড়ে দিল, সে যেন কুফরি করল। (বুখারী শরীফ)

মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেমন বৃক্ষের পাতা ঝরে। (মসনদে আহমদ)

ব্যাখ্যা : মানুষের জন্য কিছু দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক এবাদতের প্রচলন করেছেন। দৈহিক এবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান এবাদত হল সালাত। সালাত এমন একটি এবাদত যাকে আল্লাহ তাঁর মাঝে এবং তাঁর বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। সালাতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির বার বার প্রতিফলন ঘটায়। সে তার প্রভু বা স্রষ্টাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে। এই সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ কন্টকমুক্ত হয়। সালাত ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ ফিরিয়ে আনে। সালাতের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হয়।

সালাতের বৈশিষ্ট্য: সালাত এমন এক এবাদত যা সারা-বছর দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। মৃত্যু ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই সালাত মাফ হয় না, এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও সালাত হতে বিরত থাকার কোন বিধান নাই। আল্লাহতায়ালা প্রথমে মেরাজের রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। তারপর আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া করে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে আসেন। তবে সওয়াব ও বিনিময় পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই জারী রাখেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে আল্লাহতায়ালা তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সওয়াব প্রদান করবেন। সালাত একমাত্র এবাদত যা আল্লাহতায়ালা সাত আসমানের উপরেই ফরজ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। আল্লাহর একাত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর রেসালাতের স্বাক্ষ্য দেয়ার পর সালাত হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন।

পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানুষকে উন্মাদ করে দেয়। মানুষ সব কিছু ভুলে যায়, আত্মীয়-স্বজন পরিবার সব ভুলে যায়, দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়। দেখেছি এই মাঠে। ওরস শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমার কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, লক্ষ করে দেখলাম অসংখ্য পীর ভাইয়েরা মাঠে কাজ করতে ছিল। এই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, আল্লাহ বৃষ্টি দিওনা তুমি এই সমাবেশকে নষ্ট কর না, আল্লাহ আমাদের কথা রেখেছেন বৃষ্টি হয়নি। সুন্দরভাবে সমাবেশ ও আখেরী মোনাজাত সম্পন্ন হয়েছে।

একটি কথা না বললেই নয়, বাবা হুজুর তো সূফীবাদের কথা বলেছেন, আপনারা এই সূফীবাদের বাণী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন, মানুষকে সৎ পথে আনার চেষ্টা করবেন। আপনারা সবাই দেখছেন বর্তমান সমাজের অবস্থাটা কি! আমরা কি আল্লাহর পথে চলছি? আমরা কি আল্লাহর রশি শক্ত করে ধরেছি? এ সমাজকে যদি সঠিক পথে, সৎ পথে আনতে হয়, সমাজে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে এই একটিমাত্র মানুষের প্রয়োজন, কুতুববাগী বাবার মত আধ্যাত্মিক মহা সাধকের প্রয়োজন, বাবা হুজুরের মত একজন খাঁটি মানুষের প্রয়োজন।

আমি চট্টগ্রামে-এ জমিয়তুল-ফালাহ জাতীয় মসজিদ করেছিলাম, জমিটা আর্মির জন্য দিয়েছিলাম। কি মুসলমান আমরা আল্লাহর ঘরে নামাজ পড়তে যাই, দোয়া চাইতে যাই। কিন্তু সে সব স্থানে কি ঘটনা ঘটে? জুতা চুরি হয়! আমার দুঃখ পায়, আল্লাহ তুমি কেন বিপথে নিচ্ছ, সঠিক পথ কেন দেখাও না! কেন সৎ পথে তোমার রাস্তায় আমাদের কোরবানি হতে দাও না! আবার সেই দিন কবে আসবে জানি না, ফিরে আসবে, আসতে বাধ্য। আসবেই আসবেই। এই সব সূফীবাদের মানুষ, এই রঙের মানুষ বাবাহুজুরের মিষ্টি কথায় আবার আমরা একদিন না একদিন সুখ ও শান্তির পথে ফিরে যাব। অনেক কষ্ট মনে, অনেক ব্যথা-বেদনা মনে, সারাবিশ্বে ইসলাম আজ অস্থির, বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে মানুষ, কত মানুষের জীবন যাচ্ছে অকালে। শিশু-বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে! কে সৃষ্টি করেছে এ বিপদ আমাদের জন্য? কে সৃষ্টি করেছে এই রিফিউজিদের? ছোট্ট নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে যাচ্ছে নিজের দেশ ছেড়ে কারা? কারা এ সব সৃষ্টি করেছে? যারা মিথ্যে প্রচার করছে আমরা জঙ্গিবাদ! তাদের বলে দিতে চাই আমরা জঙ্গিবাদ নই, আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আমরা জঙ্গি বিশ্বাস করি না। যা কিছু ঘটে তা এক আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না। আর প্রচার করা হচ্ছে জঙ্গিবাদ! দাড়ি দেখলেই জঙ্গিবাদ, টুপি মাথায় দেখলেই জঙ্গিবাদ, কোথায় যাচ্ছি আমরা? ইসলামকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আমরা? আমরা তো ইসলামের মিত্র হইনি, ইসলামের শত্রু হয়েছি! দেখছি, পশ্চিমা দেশ সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা আজ আমাদের দুর্নাম গায় আমরা জঙ্গি, আমরা নাকি জঙ্গি! হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করি আল্লাহর আসক্ত হব। আমরা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবো। শান্তি আসবে আমাদের সেদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বেশি দিন আর অপেক্ষা করতে হবে না, যদি বাবা হুজুরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তিনিই পারবেন সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। আমি বাবাহুজুরের কথায় মুগ্ধ হই, নিজেকে হারিয়ে ফেলি, কি সুন্দর কথা বলেন, কি সুন্দর চেহারা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। আমি খুব বেশি আসতে পারি না, বাবাহুজুর আমাকে খুব ভালোবাসেন। খুব ভালোবাসেন। তিনি বলেছেন, বাবা আসবেন ওরছ শরীফে আশেক-জাকের কর্মীরা দীর্ঘ দেড় মাস কাজ করেছে, তাদের বিদায়ের দিন আপনি থাকবেন। আমি এসেছি আপনাদের বিদায় জানাতে, একটু আগে এক ভাই বললেন, কোন বিদায় নাই, বার বার আসতে হবে। বার বার আসতে হবে। বাবা হুজুরের কাছে দরবারে আসতে হবে, কদমবুছি করতে হবে। নসিহত নিতে হবে, তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমরা যত দিন বাঁচি মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে।

গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার মঞ্চে মহা-মূল্যবান নসিয়ত-বাণী পেশ করছেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান

প্রতিদিন কত মানুষ মরছে। প্রতিদিন কত মানুষ রোগে ধুঁকছে তার হিসাব জানি না আমরা, কত মায়ের বুক খালি হচ্ছে হিসাব জানি না আমরা, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে হিসাব জানি না আমরা, এই কি আল্লাহর রাস্তা? এই কি আল্লাহর পথ? বিশ্বাস করতে হবে একজনকে আর আমাদের মালিক একজন। তিনিই রাখেন, তিনিই মারেন, তিনিই ভাসান, সব একজনই করেন। আল্লাহকে বলি, হে আল্লাহ শক্তি দাও, যেন আমার পীর কেবলাজানের পাশে থাকতে পারি, মানব সেবা করতে পরি, জনগণের সেবা করতে পারি। আল্লাহর কাছে আমরা চাইবো, চোখের পানি ফেলে চাইবো, শেষরাতে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে চাইবো, কী চাইবো? আল্লাহ তোমার পথে যেন থাকতে পারি। এটাই চাইবো আর কিচ্ছু আমাদের দরকার নেই, ওইটাই একমাত্র শান্তির পথ, ওইটাই একমাত্র মুক্তির পথ, ওইটাই সূফীবাদের পথ। আমি বাবাহুজুরকে সালাম জানাই, মানুষটাকে আল্লাহ অনেক হায়াৎ দেন। কিছুক্ষণ আগে দশ তলায় দায়রা শরীফে বসে আমাকে ভালোবেসে বললেন, বাবা, আপনার জন্য মহান আল্লাহতায়ালার কাছে আরো নেক হায়াৎ চাই।'

আমরা সাধারণ মানুষ অনেক গুনাহগার, আমরা আল্লাহর কাছে সহজে পৌঁছাতে পারি না, আমাদের কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে চাই, আল্লাহ আমাদের দিবেন, নিশ্চয়ই দিবেন এই মানুষটির উছিলায়। আসুন আমরা সবাই মিলে বাবার হায়াৎ কামনা করি তাঁকে অনেক দিন আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন। আমিন। বাবা হুজুরের মাধ্যমে সূফীবাদের আলো ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। হে আল্লাহ, বাবা যেন সূফীবাদের একজন মহা সাধক হয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। আবার দেখা হবে যদি বেঁচে থাকি, আমার বয়স তো অনেক হয়ে গেছে। আমার বয়সী একজন মানুষ চলাফেরাই করতে পারে না, আমি পারছি। বাবা আমাকে বলেছেন, আল্লাহর রহমত আছে আপনার ওপর, আপনি যে আজকে পর্যন্ত এখানে আসতে পারলেন, আপনি তো দীর্ঘ নয় বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত, আপনার গাড়িতে পতাকা আছে, এ জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া করে শেষ করা যাবে না। কত সম্মান আল্লাহ আপনাকে দান করছেন, এ জন্য মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন।' আমি বাবার কাছে দোয়া চাইছি, আমি যেন ইসলামের খেদমত করতে পারি।

বক্তা : দরবার শরীফের উপদেষ্টা, সাবেক রাষ্ট্রপতি, চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত।

বক্তৃতা থেকে অনুলিখন : সেহাঙ্গল বিপ্লব

অতি ফয়েজপূর্ণ, রহমত ও বরকতের সাথে সফলভাবে সম্পন্ন হল ওরছ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কাজ। এ সময়ে কর্মী ভাইদের মধ্যে দেখেছি ফয়েজের তাজাল্লি। দুই দিনব্যাপি কুতুববাগের ওরছ শরীফে মানব সেবার অন্যতম এক অনন্য দৃষ্টান্ড় 'সেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি'। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবারের মত এবারও অনেক আশেক-জাকেরসহ আগ্রহী মানুষেরা সেচ্ছায় রক্ত দিয়ে অন্যের জীবন বাঁচাতে সহযোগীতা করেছেন। আরো ছিল একটি সুদক্ষ মেডিকেল টিম, দেশের নামকরা হাসপাতালের বড় বড় দশজন চিকিৎসক দু'দিনব্যাপি হাজার হাজার মানুষকে বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। জর"রী বিভাগে রোগীদের জন্য মজুত রাখা ছিল দু'টি অ্যাম্বুলেন্স। এছাড়াও প্রতি বছরের মত শীতের শুর" থেকেই শীতবস্ত্র দেওয়া হয় অসংখ্য গরিব জাকের-মুরিদসহ অন্য মানুষদের মাঝে। এবারেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। ওরছ শরীফে আগতদের মধ্যে দেখেছি আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা। দেখেছি ওরছ শরীফের সুস্বাদু তাবারক খাবার পর তাদের চোখে মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ। কেবলাজানের হুকুম ছিল এবং আছে, কোন একজন মানুষও যেন তাবারক না খেয়ে যায়, সবাই যেন এক লোকমা তাবারক খেয়ে যেতে পারে, কোনরকম যেন তাদের অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে। বাবাজানের হুকুম মত হয়েছে সবকিছু আল-াহর অশেষ রহমত ও বরকতে কোথাও একটু টান বা গরমিল দেখা যায় নাই। দুই দিন এভাবেই খানাপিনা চলেছে বিরামহীন। খেয়েছেন অসংখ্য অলি-আল্লাহ ও জাকের-মুরিদসহ সাধারণ মানুষ। এই মহা নিয়ামত ও বরকতপূর্ণ তাবারক খেয়ে যে, কত মানুষের জটিল ও কঠিন অসুখ-বিসুখ, রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি বালা-মসিবত, বদজীন-ভূতের তাছির থেকে মুক্তি পেয়েছে তার হিসেব নেই। আল-াহর অলৌকিক দানের এ তাবারকের এতই ফজিলত বা গুণাগুণ যা লিখে শেষ করা যাবে না।

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের মহামূল্যবান নসিহতবাণী প্রচার খেদমতে অতি নগন্য কাঙ্গাল এই নিবন্ধকারের অজানা কোন জনমের ভাগ্য গুণে ক্ষুদ্র গোলামী করার সুযোগ পেয়েছি এবং বাবাজানের আদেশ পালনের চেষ্টা করছি। কেবলাজানের হুকুমে এবারও মিডিয়া কর্মী হিসেবে খেদমতে শামিল ছিলাম। যে কারণে কেল্লার মধ্যে সব দিকেই ঘুরে ঘুরে দেখার এবং ওরছে আগত আশেক-জাকের ও মুসল্লি ভাইদের অনেকের সাথে যোগাযোগ, কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে এবারই প্রথম এসেছেন, এমন মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তারা কেউ একা বা দুই তিন-পাঁচ জন করে এসেছে। আবার অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে বাস, লঞ্চ বা ট্রেনে কাফেলা করে এসেছে। দু'দিনের এ ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে অনেকের মুখে বলতে শুনেছি, তারা বলেছে, এত দিন কত সব পীর বা মসজিদের ইমামের বেলায় দেখেছি, তারা নানা রকম ফন্দি-ফিকির, ঝাড়-ফুঁ, তাবিজ-কবজ, কুফুরিসহ কত কী দিতে। কিন্তু কুতুববাগী বাবাকে এসবের কিছুই দিতে শুনি নাই বা এখানে এসেও তা দেখলাম না। অথচ তাঁর এত এত ভক্ত-মুরিদ।' ওরছ শরীফের মহা ধুমধাম ও সাজসজ্জা দেখার জন্যও এসেছে অনেকে এবং সেই সুযোগে বাবাজানের পবিত্র হাতে বাইয়াত নিয়ে মুরিদ হয়ে গেছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়।

ঘড়িতে রাত তিন টা। আনোয়ারা উদ্যানে আলোকোজ্জল গেট ও সুবিশাল প্যান্ডেলসহ আশেপাশে অসংখ্য মানুষ, সবাই চাতক পাখির মত তাকিয়ে আছে মুর্শিদ কেবলাজনের পথ চেয়ে। কখন মঞ্চে আসাবেন দরদী মাশুক। এর কয়েক মিনিট পরেই রাতের তৃতীয় প্রহরে কেবলাজানের অগণিত আশেক-জাকেরের প্রতি তাঁর প্রেম, ভালোবাসা-মহব্বত ও মায়ার টানে আর হুজরা শরীফে থাকতে পারলেন না উঠে এলেন মঞ্চে। এ সময়ে লাখো মানুষের কণ্ঠে নারায়ে তাগবির আল্লাহু আকবর ধ্বনিত হয়, 'রাসুলুল্লাহর সত্য তরিকা, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ', 'সূফীবাদের আলো, ঘরে ঘরে জ্বলো' এরপর হঠাৎ পিনপতন নিরবতা। কেবলাজান তাঁর প্রেমময় সত্তা থেকে সুললিত-মধুমাখা কণ্ঠে, আশেকান-জাকেরান ভাই ও উদ্যানের অন্য প্রান্তে বিশাল প্যান্ডেলে পর্দার আড়ালে আশেক-জাকের বোনদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত অমূল্য নসিহতবাণী শেষে, রহমতের ফয়েজে বসেন এবং ধ্যান-মোরাকাবা করান। এরপর সবাইকে জিকির করান, জিকিরের ধ্বনিতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। একটু পরেই দেখা গেল চারপাশে লোকে লোকারণ্য, এই রাতে এত মানুষ কোথা থেকে এলো! এখানেও কেবলাজানের বিশেষ কেরামতি প্রকাশ পেয়েছে। সত্যই, বোধের সবটুকু বিবেচনা দিয়ে বলছি, রাতের আকাশে অলংকার দূর নক্ষত্ররাজি যেমন গুনে শেষ করা যায় না, তেমনই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের অলৌকিক কেরামতির কথা বললে শেষ হবে না। এ কথা শুধু আমি নই, লাখো আশেক-জাকেরসহ পরিচিত ভক্ত জনতার মুখে মুখে উচ্চারিত এ সত্য।

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে গেল মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা। আমাদের মত প্রতিটি আশেক-জাকেরের জন্য এ এক মহা নিয়ামত ও বরকতপূর্ণ ছিল ওরছ শরীফ আয়োজনের দিনগুলো। যারা এর স্বাদ পেয়েছে কেবল তারা-ই বুঝতে পারবে এর ভিতরে কত শান্তি কত আনন্দ। দেশ ও দেশের বাহির থেকে অসংখ্য আশেক-প্রেমিক জাকের-জাকেরীন অনেক আশা ও বাসনা নিয়ে এসেছিল ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায়। শুক্রবার আখেরী মোনাজাতে কেবলাজানের সাথে সবাই দুই হাত তুলে আল-াহর দরবারে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ফরিয়াদ করেছে বিগত জীবনের সকল গুনাহ মাফের আশায়। এত মানুষের সমাগম ছিল তবুও কোথাও কোনপ্রকার হৈ হুল্লোর চোখে পড়ে নাই। খুব শান্তিপূর্ণভাবে ওরছ শরীফের মহা নিয়ামত এ তাবারক সবাই খেয়েছে। বরাবরের মত এবারও ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা এবং কেবলাজানের অমূল্য বাণী প্রচারে এগিয়ে এসেছে, জাতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ দেশের প্রায় সকল গণমাধ্যম, সাথে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরাও এগিয়ে এসেছেন 'সূফীবাদই শান্তির পথ' কিংবা 'মানব সেবাই পরম ধর্ম' খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের এই বাণী প্রচার-প্রসারে। বিশেষ করে বৈশাখী টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ সেচ্ছায় অত্যান্ত আন্তরিকতার সাথে, শুক্রবারের জুমার নামাজের আগে কেবলাজানের বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে মহামূল্যবান নসিহতবাণী সরাসরি সম্প্রচার করেছে ওরছ শরীফস্থল থেকে। এ মহা সত্যকে প্রচার করতে এসে তারাও মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও রাসুল (সঃ)-এর মহব্বত হাসিল করেছেন এবং আখেরী মোনাজাতে শামিল হয়ে মহা নিয়ামত ও রহমতের ভাগিদার হয়ে গেলেন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে 'ইহদিনাছ ছিরওয়াত্বল মুস্তাকিম' এর পথ দেখান আর সত্য ও সুন্দর ঈমানকে শক্ত-মজবুত রাখার শক্তি দান করুন। আমিন।

মানব দেহের ভিতরে দশটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নবীর জেরে কদম নহে। এই নফস 'খোদ খাহাম খোদী' অর্থ্যাৎ কাহারো তাবে নয়, সে নিজেই নিজ। এই লতিফার রঙ মূলে সাদা কিন্তু দেখার বেলায় কেহ বেগুনী রঙ দেখে, কেহ সরিষা ফুলের ন্যায় দেখে আবার কেহ সাদা রঙ দেখে। লতিফা নফস পাক হইলে খারাপ বা কু-কাজে আর খাহেশ থাকে না বরং সর্বদা সৎ কাজের দিকে ধাবিত হয়।

উল্লেখিত ছয় লতিফা ব্যতীত আরও চারটি লতিফা আছে। ইহা মানব শরীরের মৌলিক উপাদান। এই চারটি উপাদানে মানব শরীর গঠিত। আরবীতে এই চারটি মৌলিক পদার্থকে 'আরবা আনাছের' বলে। ইহাদের নাম-

(ক) আব' অর্থ পানি এই লতিফার রঙ নীল বর্ণের
(খ) আতশ' অর্থ অগ্নি এই লতিফার রঙ কালো বর্ণের
(গ) খাক' অর্থ মাটি এই লতিফার রঙ ধানী বর্ণের
(ঘ) বাদ' অর্থ বায়ু এই লতিফার রঙ সাদা বর্ণের।

প্রকাশ থাকে যে, মোরাকাবাকারী যখন মোরাকাবা করিবে তখন খেয়াল করিবে ওই সকলের মধ্যে অর্থ্যাৎ আব, আতশ, খাক ইত্যাদির মধ্যে যত প্রকার দোষণীয় জিনিস রহিয়াছে, উহা সব দূর হইয়া যাবে।

১। কোররায়ে বাদের খাছিয়াত– কু-চরিত্র কু-খায়েশ ও কু-চিন্তা ইত্যাদি। মোরাকাবাকারী মোরাকাবা করার সময় খেয়াল করিবে, বাতাসের ভিতরে যত প্রকার দোষ আছে, তাহা সমস্তই দূর হইয়া যাবে।

২। কোররায়ে নারের খাছিয়াত– কিনা, হিংসা, বোকজ ও ক্রোধ ইত্যাদি। মোরাকাবাকারী মোরাকাবার সময় খেয়াল করিবে আমার অন্তরের ভিতর যত রকম দোষ আছে, তাহা সমস্তই ফয়েজের শক্তিতে দূর হইয়া যাইতেছে।

৩। আবের মোরাকাবার সময় খেয়াল করিবে, আমার কোররায়ে আবের ভিতরে যত প্রকার খারাপী আছে উহা সব দূর হইয়া যাইতেছে।

৪। মাটির মোরাকাবার সময় খেয়াল করিবে আমার কোররায়ে খাকের ভিতর যত প্রকার খারাপী আছে, উহা সব দূর হইয়া যাইতেছে।

কুতুববাগ দরবার শরীফে আমি যেভাবে এলাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাবাকে রিপোর্ট সম্পর্কে জানানোর ব্যাপারে। নাসির ভাই বাবাকে ফোনে বলার পর বাবা বললেন, আমি জানি, উপরওয়ালা আমাকে জানাইছেন রিপোর্ট ভালো। এ কথা শোনার পর আমরা অবাক হলাম কেবলাজানের একি কেরামতি! আর এভাবেই কুতুববাগ দরবার শরীফে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্যে আমাদের আসা শুরু হয়। এরপর থেকে প্রতিনিয়ত বাবাজানের কত রকম কেরামতি দেখছি আমার চোখে এবং গভীরভাবে অনুভব করছি বাবাজানের আধ্যাত্মিক গুণের কথা। গত ৩০ আগস্ট ২০১৪ সাল, শনিবার। নারায়ণগঞ্জ, বন্দর থানাধীন পুরনো রেলস্টেশন, স্বল্পেরচকে কুতুববাগ দরবার শরীফের জামে মসজিদ এর ভিত্তি স্থাপনের দিন। আশেক-জাকের ভাইদের কাফেলা ছাড়াও হাজার হাজার মানুষ এসেছিল ওই দিন, এত মানুষের মধ্যেই কী অলোকিক ঘটনা! যেন ঘোষণা দিয়েই প্রমাণ করলেন তিনি বর্তমান সময়ের মোজাদ্দেদ। অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে কেবলাজান, সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেব, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, 'এলজিআরডি' প্রতিমন্ত্রী মশিউর রহমান রাঙ্গা এমপিসহ আরও বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য-সহ ওলামায়ে-কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। রৌদ্রোজ্জল দিন বাবাজান কেবলা যখন তাঁর মহামূল্যবান নসিহত বয়ান করছিলেন। এমন সময় দেখা গেল এক খন্ড মেঘের উদয়, বাবাজান তাঁর বয়ানে তখন বলছিলেন, কোন শুভ কাজের আগে বৃষ্টি হওয়া ভালো। আপনারা চিন্তা করবেন না। অনুষ্ঠান সংক্ষেপ করা হল, বাবাজান অথিতিদের নিয়ে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ অসংখ্য আশেক-ভক্ত নিয়ে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর শেষে দোয়া পড়ে মোনাজাত করে বাবাজান তাঁর হুজরা শরীফে ডান কদম মোবারক রাখলেন আর অমনই প্রবল ভারী বৃষ্টি শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে তাকিয়ে বৃষ্টিপানির স্রোত দেখে মনে হল অনেকক্ষণ ধরেই এমন প্রবলধারা ঝরছে!

বাবাজান হুজরা শরীফে গেলেন, আমরা ২য় তলায় উঠে তাবারক খাবার প্যান্ডেলে গেলাম। সেদিন উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ তারাও আমারই মত সত্যিই অবাক হয়েছিলেন বাবাজানের এমন কেরামতি দেখে! এভাবে আরও অনেক কেরামতি দেখার সুযোগ পেলাম। আমার কাছে বাবাজানের বড় কেরামতি হল, কেবলাজানকে আমি আজ পর্যন্ত কোন দিন সুন্নতি পোশাক ছাড়া দেখি নাই। আমার সেই থেকে কুতুববাগ দরবার শরীফের দরদী মুর্শিদ কেবলাজানের কাছে যাওয়া-আসা শুরু হল। প্রত্যেক শুক্রবার জুমার নামাজ ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের জামে মসজিদে কেবলাজানের সাথে আদায় করে আসছি। অন্য কিছু কিছু মসজিদে ইমামদের কারণে জুমার নামাজ পড়ে মজা পাই না। কারণ, এ মসজিদ আল্লাহতায়ালার অলি-বন্ধু খাজাবাবা কুতুববাগীর গড়া মসজিদ।

বিশ্বজাকের ইজতেমার শিক্ষা হল, আত্মার শুদ্ধি লাভ করা। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষ বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব মানবতার জন্য এলমে তাসাউফ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমা। এখানে সকলের জন্য নিজ নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটানো হয়। এখানে মানুষের আত্মার রোগের চিকিৎসা করা হয়। মানুষের মধ্যে আত্ম অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপণতা, অলসতা, অভদ্রতা, মূর্খতা ইত্যাদি বিষয়গুলো মহান আল্লাহপাকের নামে জিকির ও সাধনার মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়। আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে নিষ্ঠা, বিনয়, আদব, আজিজি, সভ্য, ভদ্র, দানশীল, কর্মঠ, জ্ঞানী ও আমলওয়ালা মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। নিয়মিত অজিফা আমলের মাধ্যমে মানুষের আত্মায় একটি বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়ে মহান আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যে সচেষ্ট হয়। ফলে সে নিজে শান্তি প্রিয় হয়ে যায় এবং অপরকে শান্তিপ্রিয় বানাতে চায়। এভাবে সে পরম শান্তি লাভ করে। সৃষ্টির শুরু থেকে সমস্ত নবী ও রাসুলগণ এ শান্তি লাভের জন্য সকল ধর্মেই আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলা হয়। সকল ধর্মের সাধনাই আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয়েছেন। মানুষ এখন খাজাবাবা কুতুববাগীর 'সূফীবাদই শান্তির পথ' এই পতাকা তলে আসলে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে যায়। তারা আল্লাহমুখী হয়, অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ দেখে, মা ও বাবার খেদমত করে। গুরুজনকে ভক্তি-তাজিম করে। বে-নামাজি নামাজ পড়ে, বে-রোজাদার রোজা রাখে। বে-জিকিরুল্লাহ জিকির করে, মানব সেবা করে, ভুখা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে। এটাই সূফীবাদের মূল বিষয়। এই অমীয়বাণীগুলো মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার মাধ্যমে মানুষের মনে দাগ কাটে। মহামিলনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ মুখী হয়।

লেখক: খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ ও সাংবাদিক

একি পরশমণি

দেওয়ান মখদুম

পরশ পাথর সম্পর্কিত অবগতি ছিল, শুনেছিলাম
লোহায় ঠেকলে তা, লোহা সোনা হয়। মণি-রত্ন।
অবাস্তব, কল্পনায়–দুঃস্বপ্নজাত অবগতি মাত্র।
আলাদিনের কল্পকাহিনীও চমৎকৃত করত ধুঁকতাস হয়ে।
যদি হতো এমন, দেহের বাধা পেরুনো যেত কী যে
আনন্দ! তারপর কেটেছে প্রহর-মাস, বছরের পর বছর
ইতিমধ্যে কেটেছে সত্তর, বিবর্ণ জীবনের শেষ
বিকেলের গোধূলী প্রান্তে বিধ্বস্ত জীবন, আমি ক্ষ্যাপা
খুঁজে খুঁজে ফিরেছি পরশ পাথর!
এরপর হঠাৎ 'আত্মার আলো' ঝলকানি, বেসামাল
মনোভূমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়: অদৃশ্য আলো, চামড়ার চোখে
দৃশ্যমান নয়– নূর-এ কলব।
আত্মালোকে আলোকচ্ছটা, আত্মা জ্যোর্তিময় একি
পরশমণি!

লেখক : অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

TMI
দেশ ও জনগণের সেবায় সাফল্যের ১০ বছর
আসুন সূফীবাদের শিক্ষার মাধ্যমে
আমাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করি।
Proprietor
Mohammad Zafar Hossain
Tan-Man International
Contractor (MES) Bangladesh, Army, Air, Navy, BGB
আস্থা এবং অভিজ্ঞতাই আমাদের অর্জন...
21/ B, Kawran Bazar Lane (Garden Road), Tejgaon, Dhaka- 1215
P/Off : 88/ B & C, Lack Circus, Kalabagan, Dhaka- 1205
Cell : 01912014495, 019111 70294, 015534 62702
E-mail : tanmanzafar@yahoo.com, Tanmaninternational15@gmail.com

গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার আখেরী মোনাজাতে অংশ নেয়া দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ আশেকান-জাকেরান ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণের একাংশ

অতি ফয়েজপূর্ণ, রহমত ও বরকতের সাথে সফলভাবে সম্পন্ন হল ওরছ
শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা

সেহাঙ্গল বিপ্লব

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে রাজধানীর ফার্মগেটে আনোয়ারা উদ্যানে উদযাপিত হয়ে গেল কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা ২০১৬, গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। দু'দিনের এ মাহফিল অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত আলেম ওলামায়ে কেরামগণ কোরআন-হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে সহজ-সরল ভাষায় নিখুঁতভাবে আলোচনা করেন, পরিপূর্ণ ইসলামের মধ্যে নিহিত যে, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত রয়েছে তার ওপর। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্য তরিকতের এ মহা-সমাবেশে তামাম দুনিয়ার সকল অলি-আউলিয়া কেরামগণের রুহানী আত্মার মহা সম্মিলন ঘটে থাকে। এছাড়াও ভক্ত-মুরিদ, আশেকান ও জাকেরানরা তো আছেনই। ওরছের প্রথম দিন ২৮ তারিখ বৃহস্পতিবার ফজর নামাজের পর পাক-কালাম ফাতেহা শরীফ ও সাত শত মরতবা খতম শরীফসহ মোজাদ্দেদের শানে গজল পাঠের মধ্য দিয়ে, মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পবিত্র নিশান উত্তলোন করে, দু'দিনব্যাপি মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার শুভ উদ্বোধন করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকেই দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত-আশেকান ও জাকেরানদের ওরছ শরীফের সুসজ্জিত বিশাল প্যান্ডেলে সমবেত হতে দেখা যায়। এর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সন্ধ্যা গড়িয়ে যখন রাত যত বাড়ছে, মানুষের সংখ্যাও ততই বাড়ছে। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে অধির অপেক্ষায় বসে আছে, মঞ্চে কখন আগমন করবেন চোখেরমণি, মাথার মুকুট, প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কেবলাজান! তাঁকে একনজর দেখে শুকনো চোখের তৃষ্ণা আর অশান্ত মনের পিপাসা মিটাবে।

মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার বিভিন্ন শাখায় পাঁচ হাজার (৫০০০) এর অধিক জাকেরকর্মী ভলান্টিয়ার-সেচ্ছাসেবক মাসব্যাপি দিন-রাত নিবেদিত দেখমতে ছিলেন। এদিকে বিশাল পাক ভান্ডারে শতাধিক চুলা বা উনুনে নিরলসভাবে তাবারক রান্নার কাজে নিয়োজিত ছিলেন প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী। অন্যদিকে রাত-দিন চলছে নিরিবিলি পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে বিনামূল্যে তাবারক বিতরণ ও খাওনোর

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

কুতুববাগ দরবার শরীফে আমি যেভাবে এলাম

এ কে এম শফিকুল আলম

আমার দরদী মুর্শিদ ইহকাল ও পরকালের বান্ধব আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দেদে জামান, শাহসূফী আলহাজ মাওলানা খাজাবাবা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী (মাঃ জিঃ আঃ) কেবলাজানের সাথে আমার কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়, ২০১৪ সালের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার আখেরী মোনাজাতে। আমি তখন দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় চাকুরিরত। এ পত্রিকারই যুগ্ম সম্পাদক ও বিশিষ্ট কবি নাসির আহমেদ ভাইয়ের সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক। আমরা দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকাতে অনেক বছর একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। বর্তমান পত্রিকাতে থাকা অবস্থায় আরেক সহকর্মী রিয়াজ শাহী ভাই ও আমি সার্কুলেশন বিভাগে কাজ করতাম। শাহী ভাইয়ের তখন লিভারের সমস্য খুব বেশি। একদিন নাসির ভাই, আমি ও শাহী ভাইসহ দুপুরে খাওয়ার সময় নাসির ভাই হঠাৎ বললেন, আগামী শুক্রবার বাদজুমা কুতুববাগ দরবার শরীফের ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমার আখেরী মোনাজাত। কেবলাজান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মোনাজাত করবেন। আপনারা আসেন বাবাকে দেখলে ভালো লাগবে। আমরা নাসির ভাইয়ের দাওয়াত পেয়ে ঠিক সময় মত সকাল ১১ টায় মূল মঞ্চে বসে বয়ান শুনতে থাকি। বেলা ১২:২০ মিনিটে কেবলাজান লাল গালিচার উপর দিয়ে হেঁটে এক দল খাদেম ভাইদের নিয়ে মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করলেন। আমি অধিক আগ্রহ নিয়ে কেবলাজানকে দেখতে থাকি। কেবলাজানকে দেখার পর আমার দৃষ্টি শুধু তাঁর নূরানী চেহারা মোবারকের দিকেই যেন আর কোথাও দৃষ্টি সরাতেই মন চাইল না। আর

> *ল্যাবএইডে পরীক্ষার একুশ দিন পর রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্ট দেখার পর ডা. সেলিমুজ্জামান অবাক হয়ে বললেন, এটা কী করে সম্ভব?! এটা আল্লাহতায়ালার হুকুম ছাড়া কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়*

তখন মনে মনে ভাবতে থাকলাম আমি আমার জীবনের ঠিকানা খুঁজে পেয়ে গেছি। মোনাজাতের পর কেবলাজানের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় নাই। নাসির ভাইয়ের সাথে দরবার শরীফের ৫ম তলায় গিয়ে তাবারক খেয়ে বাসায় চলে গেলাম। এর দুই দিন পর ওরছের কর্মী ভাইদের ছুটির অনুষ্ঠান হবে বাদ এশা। আবারও সেদিন দরবার শরীফে আসলাম। অনুষ্ঠান শেষে তাবারক খেয়ে চলে গেলাম। তখনও কেবলাজানের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় নাই। দুইদিন পর আমি শাহী ভাইকে নিয়ে কেবলাজানের খাদেম ইসমাইল হোসেন বাবু ভাইয়ের মাধ্যমে দরবার শরীফের ১০ম তলায় 'দায়রায়ে জান্নাতুল মাওয়া' বাবাজান কেবলার হুজরা শরীফে গিয়ে তরিকা গ্রহণ করি। শাহী ভাই বাবাজানের কাছে যাওয়ার পর বাবা নিজ থেকেই বললেন, বাবা, আপনার লিভারে সমস্যা? শাহী ভাই বললেন, হ্যাঁ। এরপর বাবাজান শাহী ভাইয়ের পেটে হাত দিয়ে বললেন, যান বাবা, উপরওয়ালা ভালো করে দিবেন। সে দিনের বাবাজানের কথা আমার আজও মনে পরে। বাবাজান শাহী ভাইকে বলে দিয়েছিলেন, রিপোর্ট পাওয়ার পর আমাকে দেখাবেন। তখন শাহী ভাই ল্যাবএইডে ডা. সেলিমুজ্জামানের (লিভার বিশেষজ্ঞ) কাছে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ল্যাবএইডে পরীক্ষার একুশ দিন পর রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্ট দেখার পর ডা. সেলিমুজ্জামান অবাক হয়ে বললেন, এটা কী করে সম্ভব?! এটা আল্লাহতায়ালার হুকুম ছাড়া কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। পর দিন বর্তমান পত্রিকা অফিসে দুপুরে শাহী ভাই ও আমি নাসির ভাইকে বললাম,

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়

+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

+M Ambulance Service

ICU, CCU & NICU

লাইফ সার্পোট এ্যাম্বুলেন্স ও লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি পাওয়া যায়

বি:দ্রঃ অসুস্থ রোগীদের জন্য এসি, নন এসি, অক্সিজেন, আইসিও, সিসিইউ, এনআইসিও গাড়িসহ ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

ত্বহা তাসিন অটোমোবাইলস্

আমদানীকারক, পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা ও সার্ভিসিং ওয়ার্কসপ

১০০% অরিজিনাল

রিকন্ডিশন গাড়ীর অরিজিনাল হাফ কাট, নোস কাট, বডি পার্টস এবং যে কোন গাড়ীর ইঞ্জিনসহ যাবতীয় যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং অগ্রীম অর্ডার নেয়া হয়

জাপান থেকে আমদানীকৃত

শোরুম-১
২০/১, সাতমসজিদ হাউজিং
বেড়ী বাঁধ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭০ ১২৩৪
০১৭১২ ২৩ ৯৫৩৭

শোরুম-২
ক-১/আই-১
রসুলবাগ, মহাখালী
ঢাকা-১২১২
০১৯৫১ ৭৫ ১২৩৪
০১৯৫১ ৭৬ ১২৩৪

শোরুম-৩
৩৭/২ শ্যামলীবাগ
শ্যামলী, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
০১৯৫১ ৭৩ ১২৩৪
০১৭১১ ৯২ ৭৮৫৬

e-mail : gmckhan@gmail.com, Fax : +8802-9104328, web :www.ttautosbd.com

*

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনুছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.